সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম ভাগ		
১।	ভূমিকা	২
২।	বর্তমান প্রেক্ষিত	২-৩
৩।	পরিধি.....	৩
৪।	উদ্দেশ্য.....	৪
দ্বিতীয় ভাগ		
৫।	পারিবারিক জীবনের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং	৫
৬।	পেশাগত জীবনে কাউন্সেলিং.....	৮
৭।	জনহিতকর ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং.....	১০
৮।	বিশেষ জনগোষ্ঠীর মনোসামাজিক কাউন্সেলিং.....	১৫
৯।	জরুরী প্রয়োজনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং.....	১৭
১০।	যোগাযোগ মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং.....	১৮
তৃতীয় ভাগ		
১১।	বাসত্মবায়ন কৌশলসমূহ.....	২১
১২।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা.....	২১
১৩।	গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....	২১
১৪।	মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাসত্মবায়নের জন্য অর্থ সংস্থান.....	২১
১৫।	প্রচারণা.....	২১
১৬।	আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন.....	২১

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৬ (খসড়া)

প্রথম ভাগ

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উপনীত করার লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় এবং উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এতদুদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দেশের আপামর জনসাধারনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন মনোসামাজিক কাউন্সেলিং। এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

'মনোসামাজিক কাউন্সেলিং' বলতে মানসিক ও সামাজিক উপাদানসমূহের সমন্বয়ে একটি সেবামূলক ব্যবস্থা, যেখানে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিমালা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক গুনাবলীর পৃথক পৃথক ও সামগ্রিক উৎকর্ষতা সাধন ও সমস্যা সমাধনে সহায়তা করাকে বুঝায়। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং শুধুমাত্র মানসিক সমস্যার জন্যই প্রয়োজন নয়, বরং ইতিবাচক মনোভাব গঠনের জন্যও প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুর উপযুক্ত মানসিক বিকাশ সাধনে বাবা-মার দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্র ও পারিবরিক পরিবেশে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক যোগাযোগে দক্ষতা বৃদ্ধি, চাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী, অপরাধ বা নেতিবাচক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক উন্নয়নের মূলস্রোতের মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, যেকোন দূর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক আঘাতের প্রভাব নিরাময় করে সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনে ফিরে আসার জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং একামত্ম অপরিহার্য। মনোভাব ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়মত্মী উপলক্ষ্যে ভিশন ২০২১-কে যথাযথ বাসত্মবায়নের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের ইতিবাচক মনোভাবের উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন।

২। বর্তমান প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ধারণাটি খুব বেশী প্রচলিত নয়। ২০০৬ সালের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মানসিক সমস্যা সর্ম্পকিত এক জাতীয় পর্যায়ের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৬.১% নানাবিধ মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। ঢাকা বিভাগে শিশুদের মধ্যে ১৮.০৪% এর মানসিক সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যার পিছনের কারণগুলোর মধ্যে শৈশবকালীন বিলম্বিত বিকাশ, অপুষ্টি, যথাযথভাবে প্রতিপালনের অভাব, নিরক্ষরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, অপ্রাপ্তি, অসহনীয় মানসিক চাপ, মানসিক ও যৌন হয়রানি, সহিংসতা, যৌতুকের চাপ, পরকীয়া ও দাম্পত্যকলহ ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো এক দিকে যেমন মানসিক সমস্যা তৈরী করছে ঠিক তেমনিভাবে বিবিধ সামাজিক ও শারীরিক সমস্যাও বৃদ্ধি করছে। বর্তমানে মানুষ নানাবিধ শারীরিক সমস্যা যেমন: ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, হৃদরোগ, হাপাঁনী, মাইগ্রেন ইত্যাদিতে ভুগে থাকে, আর এর সাথে মানসিক সুস্থ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ একজন ব্যক্তি যখন মানসিক চাপে থাকেন তখন তার শারীরিক সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পায়। আবার কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকলে মানসিকভাবেও সে যেমন ভেঙ্গে পড়ে তেমনি তার পরিবারও

মানসিক অশামিত্মতে ভুগে। ফলে তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, দুশ্চিমত্মা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতাসহ নানাবিধ মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সামাজিক সমস্যা, যেমন: যৌন হয়রানি, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বিদ্যমান। নির্যাতনের ফলে অনেক সম্ভাবনাময় মেয়ে শিশু ও নারী মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে অথবা নানাবিধ মানসিক সমস্যায় ভুগছে। আত্মহত্যা ও এর প্রবণতার সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আত্মহত্যার উপর এক গবেষণায় দেখা যায়, আত্মহত্যাকারীদের শতকরা ৯০ ভাগের কোন না কোন ধরনের মানসিক সমস্যা ছিল। আত্মহত্যার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী যে মানসিক রোগ তার নাম বিষণ্নতা। জাতীয় মানসিক স্যাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা যায় আমাদের দেশে বিষণ্নতার হার ৪.৬%। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে যে, এই সেন্টারে আগত ২৫ হতে ৩০ বছরের বিবাহিত নারীদের মধ্যে বিষণ্নতার হার অবিবাহিতের তুলনায় বেশী। এরূপ সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

[[

[উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, বড় শিল্প কারখানাতে মনোসামাজিক কাউন্সেলর রয়েছে। যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরীতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ সালের ১৪ মে তারিখে প্রদত্ত নীতিমালার ৫(খ) অধ্যায়ে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রামত্ম ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রামত্ম ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য সহজলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিশ্চিতকল্পে জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। পরিধি

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানকারী হবেন সাইকিয়াট্রিষ্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিষ্ট, সোসাল ওয়ার্কার, ক্লিনিক্যাল সোসাল ওয়ার্কার অথবা সকল পেশাজীবি যার ন্যূনতম যেকোন বিষয়ে সণাতক ডিগ্রী এবং কাউন্সেলিং বিষয়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ রয়েছে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে মানসম্মত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই নীতিমালাতে মনোসামাজিক কাউন্সেলরের সর্বনিমণ হতে সর্বোচ্চ পেশাগত দক্ষতা, আচরণগত ও নৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব কর্ম পরিকল্পনা জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ এর আঙ্গিকে নির্ধারণ করবে। এর ফলে জবাবদিহিতা তৈরী হবে এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

৪। উদ্দেশ্য

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৬ এর উদ্দেশ্যসমূহ নিমণরূপ:

৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে রন্নপামত্মরে সহায়তা করণ;

৪.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, সৃজনশীলতার বিকাশ, আনন্দদায়ক পরিবেশে পাঠদান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক নিশ্চিত করণ;

৪.৩ কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক পেশাগত সুসর্ম্পক বজায় রাখার জন্য কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতাসহ বিভিন্ন জীবনদক্ষতা সম্পর্ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরী করণ;

৪.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে আনয়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ;

৪.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য মনোসামাজিক পেশাজীবিদের দায়িত্ববোধ এবং নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করণ;

৪.৬ গণমাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করণ।

দ্বিতীয় ভাগ

৫। পারিবারিক জীবনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

৫.১ পারিবারিক সর্ম্পক

৫.১.১. বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবার পূর্বে পারস্পরিক বোঝাপড়া, বৈবাহিক সম্পর্কের গুরম্নত্ব অনুধাবন এবং বিবাহ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অবগতকরণের জন্য প্রতিটি কমিউনিটিতে বিবাহ নিবন্ধনকারীর সহায়তায় বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে বিবাহ নিবন্ধকদের বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

5.1.2. দাম্পত্য সমস্যা নিরসন ও সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে একজন কর্মকর্তাকে এবং সংশিস্নষ্ট বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিকে দাম্পত্য কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারিক ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

5.1.3. পারিবারিক সমস্যা নিরূপন এবং পারিবারিক সম্পর্ক জোরদারকরণের জন্য পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন। যেসকল পরিবারে স্থায়ী মানসিক সমস্যা যেমন: সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি রয়েছে অথবা যেসকল পরিবারে ক্রনিক শারীরিক সমস্যা যেমন: ক্যান্সার আক্রামত্ম ব্যক্তি, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, পঙ্গু, হৃদরোগী ব্যক্তি রয়েছে; সেসকল পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ করে পরিচর্যাকারীর জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দান কেন্দ্রে, হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তাকে পারিবারিক কাউন্সেলিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৫.১.৪. পরিবারিক জীবনে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত ঘটনা (যেমন; কোন সদস্যের দুর্ঘটনা বা আকস্মিক গুরম্নতর অসুস্থতা বা মৃত্যু) ঘটে থাকে, এর ফলে পরিবারের সদস্যরা অনেকসময় এই আকস্মিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয় এবং তার মধ্যে অনেক সময় মানসিক সমস্যার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই শোক ও নি:সঙ্গতা কাটিয়ে উঠার জন্য উক্ত সঙ্গীর পাশাপাশি পরিবারের মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনের ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা

ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাকে শোক প্রশমন কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

5.1.5. পারিবারিক জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা পরিবারের সদস্যদের মনে একদিকে যেমন বিরূপ প্রভাব ফেলে ঠিক তেমনিভাবে পরিবারের যে সদস্যের জীবনে উক্ত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যেও আত্মগ্লানি ও বিষণ্ণতা তৈরী করে। বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে বিচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধামত্ম গ্রহণের জন্য এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ঐ পরিবারে কোন সমত্মান থাকলে তার মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা একামত্ম প্রয়োজন। এছাড়াও কোন কিশোর-কিশোরী বয়োঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হলে বা ভালবাসার সম্পর্কের কারণে মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। এজন্য জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাকে বিচ্ছেদ এবং মানসিক অবস্থা বিষয়ক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে দক্ষ মানসিক পেশাজীবির (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট এবং সাইক্রিয়াট্রিস্ট) সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

5.1.6. গৃহপরিচারিকাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে তার সাথে পরিবারের সদস্যদের আচরণ কি ধরণের হবে সে সম্পর্কে অবগত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা অনুযায়ী মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

5.2. মানবিক বিকাশ

5.2.1. সমত্মান জন্মের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে নবজাতক সমত্মান লালনপালন সম্পর্কে এবং সমত্মানের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত নার্স এবং সমাজসেবা কর্মকর্তাকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অর্জনের পূববর্তী ও পরবর্তী কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

5.2.2 শিশুর বিকাশের বিভিন্ন সত্মরে যেমন: নবজাতক, প্রিস্কুল, অতিশৈশব, মধ্য শৈশব এবং প্রামত্ম শৈশবকালীন সময়ে তার আচার আচরণ এবং শারীরিক বিকাশ ভিন্ন হয়ে থাকে। পিতামাতা-সমত্মান-পরিচর্যাকারীর এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা

প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর বাবা-মা, শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

5.2.3. বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির জীবনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময় আবেগীয় অনুভূতিগুলো বেশী হয়ে থাকে বলে এই বয়সটা বেশ সংবেদনশীল। যার ফলে এই পরিবর্তনের সাথে যথাযথভাবে মানিয়ে নেয়ার জন্য বয়ঃসন্ধিকালীন মনোসামাজিক কাউন্সেলিং একামত্ম প্রয়োজন। এছাড়াও ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং অল্পবয়সে মা হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের জন্য সেক্স এডুকেশন একামত্ম প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.২.৪. বয়ঃসন্ধিকালে সমত্মানরা বেশী মাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে, যার ফলে আত্ম-নিধন (Self- Harm) বা আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার জন্য বাবা-মা, পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহজ উপায়ে বয়ঃসন্ধিকালীন সমত্মানের সাথে অভিযোজন এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর বাবা-মা, শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

5.2.5. পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের (সিনিয়র সিটিজেন) বিভিন্ন সণায়ুবিক জটিলতার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে থাকে, বিষণ্নতা, রাগ নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা দেখা দেয়। আবার পরিবারে যারা অবসর গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সময় হীনমন্যতাবোধ বেড়ে যায় এবং তারা ক্রমশঃ অতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবারের অন্য সদস্যরা অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল অবস্থাকে সহনীয় করার জন্য প্রতিটি এলাকাতে কমিউনিটিভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি এলাকার সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে কমিউনিটিভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৬। পেশাগত জীবনে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং

6.1 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৬.১.১. শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত চাপ মোকাবেলার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথক খন্ডকালীন মনোসামাজিক কাউন্সেলর রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে, যাতে করে পেশাগত চাপ মোকাবেলা, আচরণগত এবং আবেগীয় সমস্যা নিরসনের উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সুপারভিশনের সুযোগ থাকে। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার ভিত্তিতে দুইজন করে শিক্ষককে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৬.১.২. পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সাথে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি শিক্ষকের এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি এবং বেসরকারি টির্চাস ট্রেনিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউটের ক্যারিকুলামে মনোবিজ্ঞান ও সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং অমত্মর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। টির্চাস ট্রেনিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের ক্যারিকুলামে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আচরণগত সমস্যা মোকাবেলা সম্পর্কিত বিষয় এবং সেবা প্রাপ্তির স্থানসমূহের বিসত্মারিত ঠিকানা অমত্মর্ভূক্ত করা হবে।

৬.১৩ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও সমবয়সীদের (Peer) কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রতিটি ক্লাস হতে একজন করে শিক্ষার্থী নির্বাচন করে পিয়ার কাউন্সেলিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রতিটি ক্যারিকুলামে বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণি হতে কৈশোরকালীন সমস্যা এবং তা নিরসনে সহপাঠীদের ভূমিকা অমত্মর্ভূক্ত করা হবে ।

৬.১.৪ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সদস্যদের মানসিক চাপ মোকাবেলা করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পর মানসিক চাপ মোকাবেলার কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

6.2 কর্মস্থল

6.2.1. সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উর্দ্ধতন কর্মকর্তা থেকে শুরম্ন করে অধসত্মন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মস্থলে সকলের জন্য প্রণিধানযোগ্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে।

6.2.2. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয়, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কেন্দ্র যেমন: ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, নাসিরম্নলম্নাহ সাইকোথেরাপী ইউনিট, বেসরকারি সংস্থা, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে প্রতিটি সংস্থার মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের নেটওয়ার্ক তৈরী করা।

6.2.3. প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষাতে সাইকোলজিকাল এ্যাপটিটিউট টেস্ট অমত্মর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। গুরম্নত্বপূর্ণ পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর দায়িত্ব ও প্রার্থীর মানসিক অবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপনের জন্য মনোবিজ্ঞানী অমত্মর্ভুক্ত করা হবে।

6.2.4. শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলের বিভিন্ন দিক যেমন: শ্রমিক আচরণ, শ্রমিক আন্দোলন, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতি বা ব্যর্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি এবং যথাযথভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। যিনি ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এর পাশাপাশি দলীয় কাউন্সেলিং প্রদান করবেন।

6.2.5. কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন যেন শিশু মনে বা মানব মনে বিরূপ প্রভাব না ফেলে এবং বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার পরিপন্থী না হয়, সেজন্য প্রতিটি বিজ্ঞাপনের সেন্সরবোর্ডে একজন দক্ষ মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হবে।

6.2.6. প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-সেবা প্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের জন্য বিদ্যমান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনানুযায়ী প্রণিধানযোগ্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

6.2.7. প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত এবং আইনশৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পেশাজীবি সদস্যদের জন্য মানসিক চাপ ও বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

6.2.8. প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত এবং দলীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭। জনহিতকর ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

7.1. হাসপাতাল, ক্লিনিক,ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার এবং প্যালিয়াটিভ কেয়ার সেন্টার

7.1.1. প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এবং প্যালিয়াটিভ কেয়ারে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, ব্রাদারস ও সহায়ক স্টাফদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

7.1.2. প্রতিটি হাসপাতালে যে কর্মরত সমাজসেবা কর্মকর্তা রয়েছে তাকে শারীরিক রোগ ও তা নিরাময়ে পরিচর্যাকারীর ভূমিকা বিষয়ক বিশেষ কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রতিটি রোগী এবং রোগীর পরিচর্যাকারীগণকে প্রাথমিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে হাসপাতালে বা নিকটস্থ হাসপাতালে কর্মরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা হাসপাতাল কাউন্সেলরের কাছে রেফার করতে হবে।

7.1.3. বার্ণ ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, হাসপাতালে অবস্থিত লাশঘর, কবরস্থান, শশ্মানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অমত্মর মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা এবং প্রয়োজনে

ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি বার্ণ ইউনিটে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করা হবে।

7.1.4. প্রতিটি প্যালিয়াটিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন সকল রোগীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করতে দক্ষ কাউন্সেলর (ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট / কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট/ হস্পিটাল সাইকোলজিস্ট) নিয়োগ করা হবে।

৭.২. ধর্মীয় উপাসনালয়

7.2.1. ধর্মীয় নেতাদের (ইমাম, পুরোহিত, ফাদার, ভিক্ষু) মনোসামাজিক সমস্যা সম্পর্ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততায় কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

7.2.2. যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে যেমন; কোন দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজন, অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর ব্যক্তির মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে ধর্মীয় নেতা বা গুরম্নদের ভূমিকা অপরিসীম।এ লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতাদের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততায় সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রণয়ন ও প্রদান করা হবে।

7.3. এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, আবাসিক হোস্টেল এবং আবাসিক হল

7.3.1. প্রতিটি এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, আবাসিক হোস্টেল এবং আবাসিক হল এর ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন এবং আচরণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৭.৩.২. এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, আবাসিক হোস্টেল ও আবাসিক হল অবস্থানকারীদের উপযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসনের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে উক্ত স্থানে কর্মরত কর্মকর্তাদের সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

7.3.3. এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, আবাসিক হোস্টেল ও আবাসিক হল অবস্থানকারীদের অভিভাবকদের (যদি থাকে) জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

7.4. **পথশিশু**

7.4.1. পথশিশুদের শারীরিক ও মানসিক যথাযথ বিকাশ এবং আচরণগত সমস্যা নিরসনের জন্য সপ্তাহে একদিন গ্রুপ কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থায় কাউন্সেলিং এ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মনোসামাজিক কাউন্সেলর হিসাবে নিয়োগ করা হবে। উক্ত কাউন্সেরকে নিয়মিতভাবে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) দ্বারা সুপারভিশন এর ব্যবস্থা করা হবে।

7.4.2. পথশিশুদের নিয়ে যেসকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কাজ করে তাদের কাউন্সেলিং নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

7.4.3. পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এরূপ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। পথশিশুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।

৭.৫ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী

7.5.1. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল, ডেভলেপমেন্টাল ও ফিজিওথেরাপিস্ট এর সমন্বয়ে টীম গঠন করতে হবে, যাতে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে উঠার সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা, যাতে পরে তারা পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের সমস্যাগুলো ঠিকমত বুঝতে পারে এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে।

7.5.2. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা বোঝা এবং তাদের প্রতি সঠিক আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সমসত্ম প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

7.5.3. যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন সাইকোলজিস্ট বা ডেভলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হবে।

7.6. বৃদ্ধ-নিবাস

7.6.1. বৃদ্ধ-নিবাসের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৃদ্ধ-নিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের সমস্যা বোঝা এবং সমস্যামূলক আচরণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর এর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সুপারভিশন নিশ্চিত করা হবে।

7.6.2. বৃদ্ধ-নিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নানা ধরনের সমস্যা নিরসনে, পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির মাধ্যমে দলীয় কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

7.6.3. বৃদ্ধ-নিবাসে অবস্থানকারীদের পরিবারের সদস্যরা যাতে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি সঠিক আচরণ ও দায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

7.6.4. প্রতিটি বৃদ্ধ-নিবাসে ন্যূনতম একজন মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

7.7. নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগার

7.7.1. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত মেয়েদের জন্য নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগারে অবস্থানকারীদের নানা ধরনের মানসিক সমস্যা নিরসনে, পরিস্থিতির সাথে খাপ খেতে সাহায্য করার জন্য কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

7.7.2. প্রতিটি নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেখানে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের মানসিক সমস্যা বোঝা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

7.7.3. সাজাপ্রাপ্ত বা মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের পরিবারের সদস্যদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

7.7.4. প্রতিটি নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কারারক্ষীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

7.8. কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

7.8.1. অনুধর্ষ্ম ১৬ বছরের অপরাধপ্রবণ, দুর্নীতি এবং আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত শিশু-কিশোরদের চরিত্র উন্নয়ন করে সমাজে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য টংগী, পুলেরহাটে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং কোনাবাড়ীতে অবস্থিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সোসাল ওয়ার্কার, ক্লিনিক্যাল সোসাল ওয়ার্কার নিয়োগ করা হবে।

7.8.2. প্রতিটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কেন্দ্রে অবস্থানকারী কিশোর/কিশোরীদের মানসিক সমস্যা বুঝা এবং

সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

7.8.3. প্রতিটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, আচরণ ব্যবস্থাপনা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮। বিশেষ জনগোষ্ঠীর মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

৮.১. মাদকদ্রব্যে নির্ভর জনগোষ্ঠী

৮.১.১. সমাজে মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি এলাকাতে যুব সমাজকে একত্রিত করে মাদক বিরোধী মনোভাব গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রচারণা ও কমিউনিটি কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

8.1.2. মাদক সেবনকারীদের জীবনের প্রতি ইতিবাচক ধারনা তৈরী এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সোসাল ওয়ার্কার, ক্লিনিক্যাল সোসাল ওয়ার্কার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

8.1.3. মাদক সেবনকারীদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মাদক এর লক্ষণসমূহ সম্পর্কে অবগত করে সমস্যা সনাক্ত এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট বা দক্ষ কাউন্সেলর (যার এ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে) নিয়োগ করা হবে।

8.1.4. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এবং বার্ন আউট ম্যানেজ করার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট বা দক্ষ কাউন্সেলরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ

করার উদ্যোগ নেয়া হবে। সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

8.1.5. মাদকের কুফল সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্রতিটি এলাকাতে যুব সমাজকে একত্রিত করে মাদক বিরোধী প্রচারণা যেমন: পোষ্টার, লিফলেটসহ কমিউনিটি ভিত্তিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের মনোভাব পরিবর্তন করা হবে। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাকে কমিউনিটি কাউন্সেলিং কার্যক্রম মনিটর করার দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

8.1.6. মাদক সেবনকারীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালা এবং পপুলার থিয়েটারভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

8.1.7. মাদক নির্ভরতা হতে বের হয়ে আসা জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ও সুস্থ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক গ্রম্নপ কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

8.2. এইচআইভি পজিটিভ ও এইড্স আক্রামত্ম জনগোষ্ঠী

8.2.1. বাংলাদেশে এইচআইভি টেষ্ট করার যে সকল সংস্থা রয়েছে, সেসকল সংস্থায় এই পরীক্ষা করার আগে ও পরে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থায় এইচআইভি কাউন্সেলর বা ভলানটারী কাউন্সেলিং টেস্টিং বা ভিসিটি কাউন্সেলর নিয়োগ করা হবে, যিনি এইচআইভি তে আক্রামত্ম হওয়ার কারণ এবং এর পরিণতি ও করণীয় সম্পর্কে সেবা গ্রহণকারীকে সচেতন করবেন।

8.2.2. এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের মনোবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে নিয়মিত এইচআইভি কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এইচআইভি কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

8.2.3. এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের জন্য নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এইচআইভি যাতে পরিবাহিত না হয় এবং এইচআইভি পজিটিভ এর স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে যেন এইচআইভি সংক্রামিত না হয় তার জন্য নিয়মিত এইচআইভি কাউন্সেলিং বা ভিসিটি কাউন্সেলর এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

8.2.4. এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারীদের মানসিক পরিচর্যার জন্য নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

8.3. স্টিগমেটাইজড জনগোষ্ঠী (হিজড়া, যৌনকর্মী ও সমকামী)

8.3.1. সমাজের স্টিগমেটাইজড জনগোষ্ঠীর (হিজড়া, যৌনকর্মী ও সমকামী) উন্নয়ন এবং সুরক্ষার জন্য যেসকল সংস্থা রয়েছে, সেসকল সংস্থায় কমপক্ষে একজন করে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। স্টিগমেটাইজড জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি সংস্থায় দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

8.3.2. দক্ষ কাউন্সেলর বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট সময় অমত্মর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

8.3.3. স্টিগমেটাইজড জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য এসকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হবে।

৯। জরম্নরী প্রয়োজনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

9.1. প্রাকৃতিক এবং মানুষের দ্বারা বিপর্যয়

9.1.1. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন: জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গনের মত ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। সেজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মনোসামাজিক সেবা প্রদানকারী পেশাজীবী যেমন: ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সাইক্রিয়াটিস্ট, সাইক্রিয়াট্রিক স্যোসাল ওয়ার্কারদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় মনোসামাজিক দল গঠন করা হবে।

9.1.2. দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক দলের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকাতে স্থানীয় সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দকে প্রাথমিক মনোসামাজিক সেবার উপর একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

9.1.3. দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গতদের সাথে আচরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং আচরণ বিধি সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

9.1.4. স্থানীয় সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিদের দলীয় কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে।

9.1.5. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেবা প্রদানকারী (রিলিফ ওয়ার্কার অথবা উদ্ধারকর্মী) স্থানীয় সেচ্ছাসেবী, সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের দলীয় সুপারভিশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হবে। যেখানে তাদের ব্যক্তিগত যত্ন ও কাজের মান নিশ্চিত করা হবে।

9.1.6. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বিপর্যস্থ এলাকার জনগোষ্ঠীর মানসিক অবস্থা পরিমাপ করা এবং ফলোআপ করার জন্য দলীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া মানসিক অবস্থা ও চাহিদা পরিমাপ করে চাহিদামত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং কার্যকরী সেবার মান পরিমাপ করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলোআপের (সেবার মান মূল্যায়ন, গবেষণা করা, চাহিদার পরিমাপ করা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

9.2. জরুরী সেবা প্রদানকারীদের কাউন্সেলিং

9.2.1. জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থায় (ফায়ার সার্ভিস, আইএফআরসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ন্যাশনাল ইমারজেন্সী রেসপনস টিম এবং জাতীয় মনোসামাজিক দল) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

9.2.2. জরুরী সেবাপ্রদানকারী সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যেকোন জরুরী মুহূর্তে কর্মব্যসত্ম হয়ে থাকে, যার ফলে তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যদের জন্য ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০। যোগাযোগ মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং

১০.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১০.১.১ প্রতিটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং সাংবাদিকবৃন্দের মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় অমন্তর অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে এ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

10.1.2 সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দসহ সকল কলা-কুশলী প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সহিংস ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, যা অনেক সময় তাদের মনে বিরন্নপ প্রভাব ফেলতে পারে। সেজন্য প্রতিটি প্রেস ক্লাবে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করার জন্য একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

10.1.3. প্রতিটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য নির্মিত বিজ্ঞাপন চিত্রটি সকল বয়সের জন্য গ্রহণযোগ্য কিনা এবং তা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী কিনা তা নির্ধারণের জন্য সেন্সর বোর্ড কর্তৃক অবশ্যই একজন দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট এর দ্বারা মতামত গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

10.2. পরিবহণ

10.2.1 আকাশ, সড়ক, রেলপথ এবং জলপথ পরিবহনের সাথে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, মানসিক চাপ মোকাবেলা, ক্রাইসিস ব্যাবস্থাপনা এবং সেফটি পারসেপশন বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্বেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১০.২.২. প্রতিটি যানবাহনের চালক (পাইলট, সারেং ও ড্রাইভার) কে তার পেশাগত সনদ প্রদানের পূর্বে দক্ষতা নিরূপন পরীক্ষা (এ্যাপটিটিউড টেস্ট) দিতে হবে এবং উক্ত পরীক্ষাতে মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপন অমর্ন্তভুক্ত করে তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, উদ্বেগ, কোন মানসিক সমস্যা রয়েছে কিনা তা দক্ষ মনোবিজ্ঞানী দ্বারা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

10.2.3. যেকোন যানবাহনের যাত্রীদের যাত্রার পূর্বেই নিরাপদ যাত্রায় তাদের করণীয়, গমন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে, যাত্রা পথের বর্ণনা এবং যাত্রা পথের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি সে সম্পর্কে অবগত করার জন্য সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গকে

বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

10.2.4. দূর্ঘটনা পরবর্তী পরিবহনের সাথে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও যাত্রীদের জরস্নরী ভিত্তিতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদানের আয়োজন করা হবে। এজন্য মহা-সড়ক ও সেতু বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হবে, যেখানে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং দুইজন কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

10.2.5. ট্রাফিক পুলিশগণ প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্য তাদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ট্রাফিক পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সোসাল ওয়ার্কার, ক্লিনিক্যাল সোসাল ওয়ার্কার) এর মাধ্যমে চাপ মোকাবেলা এবং শিথিলায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

তৃতীয় ভাগ

১১। বাসত্মবায়ন কৌশলসমূহ

১১.১.জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশ সাধন, পরিবার ও পারিপার্শিবক পরিবেশে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসর্ম্পক বজায় রাখার লক্ষ্যে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিতকরণের যাবতীয় কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

১১.২. বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রামত্ম ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর ও অফিসসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১২। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ ও কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।

১৩। গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, চলমান উদ্যোগসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৪। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাসত্মবায়নের জন্য অর্থ সংস্থান

বাংলাদশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মনোসামাজিক উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নাগরিক সমাজের মনোসামাজিক উন্নয়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অমত্মর্ভূক্ত করা হবে। এ বিষয়ে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৫। প্রচারণা

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর প্রয়োজনীয়তা এবং এই সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশিস্নষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

১৬। আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন এবং সংশোধন

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে প্রচলিত আইন-কানুন ও বিধি বিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় নতুন আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হবে।